মেহেরপুরে ৮২ হাজার শিশু করোনা টিকার আওতায়

মেহেরপুরে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী নিবন্ধনকৃত ৮২ হাজার শিশুকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে একযোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শিশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ জাওহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, মেহেরপুরেও ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী ৮২ হাজার শিশুকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা হয়েছে।পর্যায় ক্রমে সকলেই টিকার আওতায় আসবে।

শিশুদের ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় টিকাকেন্দ্রে গুলোতে অভিভাবকরা স্ব-প্রনোদিত হয়ে তাদের সন্তানদের টিকাদানে উৎসাহিত করতে দেখা গেছে। ।

গাংনীতে অটোভ্যানের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নারী শ্রমিক নিহত

অটো ভ্যানের চাকার সাথে ওড়না জড়িয়ে রাস্তার মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিক নাজমা খাতুন (২৫) নিহত হয়েছেন।

নিহত নাজমা গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের দয়েরপাড়া এলাকার আসমত আলীর মেয়ে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তেঁতুলবাড়ীয়া—কাজীপুর সড়কের সাহেবনগর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাজমা সরকারী রাস্তা (সংস্কার) মেরামত করার জন্য নারী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। সাহেবনগর গ্রামের কাছে পৌঁছালে, ভ্যানের চাকায় ওড়না জড়িয়ে রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

তাকে উদ্ধার করে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেয়ার সময় পথেই মারা যান তিনি। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে মহিলা জামায়াতের ১০ নেতা কর্মী আটক, সাংগাঠনিক বই জব্দ

সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক চলাকালিন সময়ে সাংগাঠনিক বই পুস্তকসহ জামায়াতের ১০ নারী নেতা কর্মীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে আজ মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের হজরত আলীর বাড়িতে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন, নাজিরাকোনা গ্রামের ইলিয়াস হোসেনের স্ত্রেী ডলি খাতুন (৩০), শহিদুল ইসলামের স্ত্রী শাহিদা বেগম (৬০), আঙ্গুর আলীর স্ত্রী সানোয়ারা খাতুন (৩৫), জুলফিকার আলীর স্ত্রী নিলুফা খাতুন (৩৫), মিনারুল ইসলামের স্ত্রী রোকসানা খাতুন (৩২), হজরত আলীর স্ত্রী শেফালী খাতুন (৩৫), মনিরুল ইসলামের স্ত্রী বেদেনা খাতুন (৩৫), রবিউল ইসলামের স্ত্রী তানিয়া খাতুন (২৫), রফিকুল ইসলামের স্ত্রী রুমিয়া খাতুন (৩০) ও আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুরাইয়া খাতুন (২০)।

এসময় তাদের কাছ থেকে পবিত্র সীরাতন্নবী (স) উপলক্ষে বাংলাাদেশ জামায়াত ইসলামীর আহবান, দ্বীন ইসলামের ১৫ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা, ইমানের হাকীকত, নামায-রোজার হাকীকত, তাফহীমুল কুরআন, আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা)কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসুল মুহাম্মদ স. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব,বিষয় ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী আন্দোলন, জামায়াত এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এসো শিবির করি, ইসলামী

ছাত্রী সংস্থ্যাসহ ২৩ বিভিন্ন বই জব্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, আটক জামায়াতের নারী নেতা কর্মিরা সরকার সমন্ধে বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ও মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে নাশকতকা সৃষ্টিসহ জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে আইনশংখলার অবনতি করার লক্ষে অজ্ঞাতনামা ১৫/২০ জন নারী সরকার বিরোধী সন্ত্রাস ও নাশকতা কার্যকলাপ করার উদ্যেশ্যে পরিকল্পনা ও মিটিং করছিল।

আটকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯(সংশোধনী) ২০১৩ এর ৬/৭/১০ ধারায় মামলা করা হয়েছে। মামলায় এজাহার নামীয় ১০ জন ও অজ্ঞাতনামা আরো ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আটক নারী নেতা কর্মীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান ওসি মেহেদী রাসেল।

কালীগঞ্জের সেই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিপ্রারাণী সাহা অর্থের বিনিময়ে জীবন কুমার ঘোষকেভুয়া দাতা সদস্য করার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, তিনি জানান কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অসিত বরুণ পালকে প্রধান করে দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২০ তারিখের মধ্যে তাদেরকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, তদন্ত কমিটিকে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বলা হয়েছে।কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রানী সাহাকে শোকজ করেছেন।

উল্লেখ্য,জমি দাননা করেও প্রধান শিক্ষিকার আশীর্বাদে দীঘর্ দিনদাতা সদস্য ছিলেন জীবন কুমার ঘোষ। শিরোনামে বিভিন্ন দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নড়েচড়ে বসেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। জমিদানকারী পরিবারের উত্তরসূরী রবিউল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এর অনুলিপি দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক, ঝিনাইদহ দূর্নীতি দমনকমিশনের উপ-পরিচালক ও কালীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ জেলার সকল প্রেস ক্লাব বরাবর। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানুর নিকট অভিযোগ দিলেও তিনি কোন প্রতিকার পাননিবরং দুর্ব্যবহার করে ক্ষমতার দাপট দেখান।

প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা একই বিদ্যালয়ে প্রায় ২৯ বছর চাকরি করার সুবাদে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এ কারণে তিনি সাধারণ অভিভাবকদের সাথে প্রতিনিয়ত দূর্ব্যবহার করে থাকেন। সময়মত বিদ্যালয়ে হাজির হননা এবং সময়ের আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে চলে যান।

দামুড়হুদার সুবলপুরে সরকারি ড্রেনের উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া

দামুড়হুদার সুবলপুরে সরকারিভাবে নির্মাণকৃত ড্রেনের উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার অভিযোগ উঠেছে আবু বক্কর ছিদ্দিক নামে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আবু বক্কর সিদ্দিক দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবলপুর গ্রামের মৃত নজির হাজির ছেলে।

এলাকাবাসীর অভিযোগের পেক্ষিতে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবলপুর গ্রামের আবু বক্কর ছিদ্দিক গত কয়েকদিন আগে সরকারিভাবে নির্মাণকৃত পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের উপর প্রভাব খাটিয়ে ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। স্থানীয়রা

সরকারি স্থাপনার উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দিতে নিষেধ করলে সে তাদের কথার কোনো তোয়াক্কা না করেই ইটের গাঁথুনির উপর কাটাতারের বেড়া দেয়। যার ফলে ওই রাস্তায় চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এবিষয়ে আবু বক্কর ছিদ্দিক বলেন, আমি আমার জমির উপর নির্মাণকৃত ড্রেনের উপর ইট গেঁথে আমি খু্টরি গায়ে কাটাতার দিয়ে বেঁড়া দিয়েছি। এখানে কারো কোনো সমস্যা তো হওয়ার কিছু দেখছি না। আপনাদের সমস্যা কিসের।

এবিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বলেন, বিষয় টা আমার জানা নেই , আপনাদের কাছে শুনলাম আমি আগামীকাল ঘটনা স্থলে নিজে যাব যদি সত্যতা মেলে তাহলে আইনে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনলাইন জুয়ার ৩৩১ সাইট বন্ধ

অনলাইন জুয়ার ৩৩১টি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক থেকে সম্প্রতি এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে বিটিআরসি জানিয়েছে।

গতকাল সোমবার কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এসব সাইটকে গুগল অ্যাপ, ফেসবুক ও ইউটিউব লিংক বন্ধের জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্রেডিট বা ডেভিড কার্ড সহজলভ্য হওয়ায় অনেকেই ঝুঁকে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দিকে। কয়েকটি অপরাধী চক্র এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা পাচার করছে।

কমিশনের ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা সেলের’ নিয়মিত নজরদারির অংশ হিসেবে সম্প্রতি এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বিটিআরসি জানিয়েছে, গুগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া বা বাজি সংক্রান্ত ১৫০টি গুগল অ্যাপ বন্ধের জন্য

রিপোর্ট করেছে বিটিআরসি। ইতোমধ্যে গুগল কর্তৃপক্ষ প্লে স্টোর থেকে ১৪টি অ্যাপ বন্ধ করেছে এবং অবশিষ্ট অ্যাপ বন্ধ করার জন্য যাচাই-বাছাইসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

জুয়া খেলার মাধ্যমে অর্থপাচারের সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অ্যাপের নিয়ম অনুযায়ী খেলার চিপস কিনতে প্রয়োজন পড়ে নগদ অর্থ, ক্রেডিট বা ডেভিড কার্ড। এগুলোর মাধ্যমেই অপরাধী চক্র দেশ থেকে টাকা পাচার করে থাকে।

মোবাইল অ্যাপ ছাড়াও অপরাধীরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা ডোমেইনের মাধ্যমে সরাসরি অনলাইন গেইম বা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে জানিয়েছে বিটিআরসি।

অনলাইনে জুয়া বা বাজির ওয়েবসাইটে বিটিআরসির এ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা-গেদে সীমান্ত সড়ক পথে ভিসা চালুর দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট দিয়ে সড়ক পথে ভারতীয় ভিসা চালুর দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করেছে ।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দর্শনা নাগরিক কমিটির আয়োজনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয় । প্রায় ঘণ্টাখানেক সড়কে দাড়িয়ে এ মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে ভারতীয় ভিসা পুনরায় চালুর দাবি জানানো হয়।

বক্তারা বলেন,বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের সকল স্থলবন্দর ও চেকপোস্ট সাময়িক বন্ধ ঘোষনা হয়। করোনা পরিস্থিত স্বাভাবিক হয়েছে, দেশের সকল বন্দর চালু হয়েছে। কিন্তু অজানা কারণে আজও দর্শনা পথ চালু হয়নি। এতে দুর্ভোগে পড়েছে দুক্ষন-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তত ২৫ জেলার মানুষ। তাই লাখ লাখ

মানুষের এই ভোগান্তি লাঘবে দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট চালু করতে হবে।

বক্তারা মানববন্ধন থেকে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে ১৫ অক্টোবর চেকপোস্ট এলাকায় অনশন কর্মসূচী ঘোষণা দেন। এবং অবিলম্বে এই দাবি মানা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচির হুসিয়ারী দেন বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহফুজুর রহমার মনজু, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম , হানিফ মন্ডল এর উপস্থাপনায় আরো বক্তব্য রাখেন, সংবাদপত্র এজেন্ট মফিদুল আলম ও দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট প্রমুখ।

কারাভোগ শেষে ৩ ভারতীয় নাগরীককে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর

দীর্ঘ সাড়ে ১৮ মাস কারাভোগ শেষে ৩ ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আআন্তজার্তিক চেকপোষ্ট দিয়ে বিজিবি বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে।

হস্তান্তরের সময় বিজিবি, ইমিগ্রেশন পুলিশ ও ভারতের পুলিশ, বিএসএফ, ডিআইবি, কাস্টমর্স কর্মকর্তাসহ এনজিও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। গতকাল ১০ অক্টোবর সোমবার দুপুরে দর্শনা চেকপোষ্টের ৭৬ নং মেইন পিলারের কাছে শূন্য রেখায় হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পর্ন করা হয়। ফেরত যাওয়া ভারতীয় নাগরিকরা হলেন- ভারতের উত্তর চব্বিশপরগনা জেলার হাবড়া থানার হায়দারবেলিয়া গ্রামের মৃত রতন দের ছেলে সুমন দে, তার স্ত্রী সুজাতা দে ও শিশুপুত্র শুভজিত দে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অবৈধ ভাবে ভারত থেকে সুমন দে, তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে মামা গোতম দত্তের বাড়িতে আসেন যশোর জেলার রুপদিয়া মুন্সিপুর গ্রামে।

ঝিনাইদহ জেলা কারাগার থেকে সোমবার সকালে তাদের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোষ্ট এলাকায় নেওয়া হয়। কাগজপত্রে জটিলতার থাকায় আব্বাস নামের এক ভারতীয় নাগরীককে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। স্বাজনদের দেখে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। একই বছরের মার্চ মাসে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় তাদের বিজিবি আটক করে। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে বিজিবি পাসপোর্ট আইনে মামলা করলে আদালত তাদের ৩ মাসের কারাদন্ড দেয়। দীর্ঘ দিন কারাভোগ শেষে দুই দেশের আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্ণ করার পর সোমবার দুপুরে দর্শনা চেকপোষ্টের শূন্য রেখায় এ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পর্ণ হয়।

বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আবু নাঈম, বিজিবির দর্শনা চেকপোষ্ট ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার আব্দুল জলিল, দর্শনা থানার এসআই শামিম রেজা। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ সন্দিপ কুমার তেয়ারি, গেদে বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার নাগেন্দ্র পাল, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইনচার্জ বাবিনমুখার্জি।

ভারতের কোলকাতার নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইনচার্জ বাবিমুখার্জি বলেন, তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। কারাভোগ ও প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসলো।

সুযোগ পেলে মেহেরপুরকে বেকারমুক্ত করে গড়ে তুলবো —

জয়নাল আবেদীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগরখ্যাত মেহেরপুর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। সেকারনে মেহেরপুর জেলার রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর এই জেলায় প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ফরহাদ হোসেন জেলার উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছেন, জেলার রাজনীতি ও আগামী নির্বাচনের মনোনয়নসহ নানা বিষয়ে আমরা কথা বলেছি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের সাথে। সাক্ষাতকার নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম, কেমন আছেন?
জয়নাল আবেদীন : ভাল আছি। মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে জড়িত সম্পাদক, কলাকুশলীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা। সেই সাথে এই পত্রিকার পাঠক ও জেলাবাসিকে সালাম, শুভেচ্ছা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: কবে থেকে রাজনীতিতে এসেছেন?
জয়নাল আবেদীন : ১৯৬৯ সালে আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দেবো এমন একটি সময়ে আমার রাজনীতিতে অভিষেক হয়েছিল।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনাকে রাজনীতিতে আনার পেছনে কাদের অবদান ছিল?
জয়নাল আবেদীন : ইসমাইল হোসেন, আকম ইদ্রিস আলী, একে আশকারী পটল, সাহাবাজ উদ্দীন লিজ্জু ও তাদের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাদি, নোমান ও পিয়াস নামের তিন ছাত্র বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রলীগের ১১ দফা এলাকার মানুষের মাঝে প্রচার করতে এসেছিলেন। তখন দেশে গণঅভ্যূথান চলছে। বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে। তাদের সাথে সকাল বিকাল গ্রামের মধ্যে অন্যান্য মানুষের মত আমিও শুনতে শুনতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাকে বঙ্গবন্ধুর দল করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে মনের অজান্তেই ভালবেসে সংগঠন করার জন্য প্রস্তুত হই। পরে তখনকার এমএনএ সহি উদ্দীনের হাত ধরেই আওয়ামী লীগে আসা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের পরাজয় হওয়া প্রসঙ্গে যদি বলতেন।
জয়নাল আবেদীন : মুজিবনগরই শুধু নয়, গাংনীতেও ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন। গোটা জেলাতেই যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন তাদের ব্যাক্তিগত ইমেজের কারণেই জিতেছেন। তারপরেও আমরা চেষ্টা করেছি নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: তাহলে কি মনে হয়না আপনারা জনপ্রিয় নেতাদের মনোনয়ন দিতে ব্যার্থ হয়েছেন?
জয়নাল আবেদীন : এই প্রশ্নটা করা যাবেনা। কারণ এটা আপা (আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা) দিয়েছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি তিনি। আপা যেটা ভাল মনে করেছেন সেটাই দিয়েছেন। উনি যাকে মনোনয়ন দিয়েছেন আমরা তার সাথে কাজ করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিপর্যয় কাটোনোর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন: আমাদের পরিকল্পনা হলো, তৃণমূলের নেতা কর্মীদের আমরা বারবার বলছি, আপনারা নেত্রী ও দলের সাথে থাকুন। আগামী ৫ বছর পর স্থানীয় নির্বাচনে যারা মনোয়ন চাবে তাদের মধ্যে থেকে বেটার ক্যান্ডিডেট নেত্রির কাছে সুপারিশ পাঠাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোনো হতাশা বিরাজ করছে কি?
জয়নাল আবেদীন: হতাশা বিরাজ করছে নিজ নিজ যায়গা থেকে। নেতা কর্মীদের হতাশা থাকার কথা না। কেননা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিন ট্রাম দেশ চালাচ্ছেন। সব জেলাতেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পাঠিয়ে পৌর, উপজেলা বা জেলা কাউন্সিল করছেন। কাউন্সিলে বিধি মোতাবেক কমিটি তৈরী হচ্ছে। কমিটি তৈরীর ক্ষেত্রে অনেকেই উত্তীর্ণ হচ্ছেন, অনেকেই হতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে কেউ নিজে নিজে হতাশ হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা জানেন কাকে সভাপতি ও সেক্রেটারী করলে দলটাকে ভাল চালানো যাবে। তবে কমিটি গঠনের সময় এমপি ও মন্ত্রীদের অ্যাভোয়েট করা গেলে ভাল হতো। স্থানীয় নেতা কর্মীর মাঝ থেকে কাউকে সভাপতি সেক্রেটারী ক রলে দলের জন্য ভাল হতে পারতো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: প্রার্থীদের পরাজয়ে নেতাদের কোন্দল কতটুকু দায়ী?
জয়নাল আবেদীন: এখানে নেতা কর্মীরা কোনো ভাবেই দায়ী নন। যারা

নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ব্যক্তি ইমেজেই বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইউপি নির্বাচনে যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের মনোনয়ন দিতে না পারার কারনে কি এই পরাজয়?
জয়নাল আবেদীন : এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের আমরা সঠিক ভাবে বাছাই করে মনোনয়ন দিতে পারিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল ক্ষমতায়, কিন্তু নেতা-কর্মীরা এখানে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নন। আপনী কি মনে করেন? জয়নাল আবেদীন : আমার বক্তব্য হচ্ছে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে জেলার নেতৃবৃন্দের উপর। যারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাবৃন্দ দায়ীত্ব পালন করছেন। তারা নেতা কর্মীদের ডাকবেন এবং উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। আগামী এক বছর পর জাতীয় নির্বাচন। দলের মধ্যে কোনো বিভাজন থাক সেটা আমি বা কারোর চাওয়া উচিৎ নয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা প্রশাসনের কোনো কর্মসূচীতে কোনো জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিককে দেখা যায়না। আপনী কি মনে করেন? জয়নাল আবেদীন: এটা আমার বলার কিছু নেই। এখানে মন্ত্রী বা এমপি উনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিও। উনি তিনটি দায়ীত্ব পালন করছেন এক সাথে। এটা নির্ভর করছে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে। তবে তার উচিৎ নেতা কর্মীদের সাথে জেলা প্রশাসনের একটা সমন্বয় করে দেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: প্রতিমন্ত্রীর সাথে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদের নেতা কর্মীদের সাথে দুরুত্ব সম্পৃক্ততাও কম। এ কারণে নেতা- কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভর কারনে সংগঠন দূর্বল হয়ে উঠেছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন: এক বছর পর জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে আমরা সবাই ঐক্যমত হয়ে নির্বাচন করতে চাই। বিগত দিনের মত আমরা স্বচ্ছ, ফেয়ার নির্বাচন হোক এটাও আশা করি। দলের নেতা কর্মীদের মাঝে দুরুত্ব আছে বলে আমার মনে হয়না। তারপরেও চেয়ারটা যার কাছে থাকবে। দায়ীত্বের সেই যায়গায় ও গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সবাইকে গুছিয়ে রাজনীতি করলে সবারই ভাল হয়। কারো কারো মধ্যে অনেক কষ্ট ও ক্ষোভ থাকতে পারে। সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে, আগামী দিনে এসব কিছু থাকবেনা। জাতীয় নির্বাচনে সবাই এক যায়গায় চলে আসবে। এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত দিনে নেতা কর্মীদের পাশে ডাকছেন না, শেষ

সময়ে তাদের ডাকলে পাশে আসবে কিনা ?
জয়নাল আবেদীন: এখনি এটা বোঝা যাবেনা। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সভাপতি যাকে মনোনয়ন দেবেন। আমাদের উচিৎ হবে, সকলেই তার হয়ে কাজ করা। শেখ হাসিনাকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়া। কি পেলাম, আর কি বললাম সেটা বড় কথা নয়। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়াই হবে প্রত্যাশা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সদ্য জেলা কাউন্সিল হওয়ার সময় এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেটি না হওয়ায় নেতা কর্মীদের মধ্য ক্ষোভ বা হতাশা বেড়েছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন : দলের যারা নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। দায়ীত্ব এখন তাদের। আমি আশা করি, অতি দ্রুতই জেলা কমিটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি না হওয়ার পিছনে কারণ কি বলে মনে করেন আপনী ?
জয়নাল আবেদীন: না হওয়ার পিছনে কোনো কারণ নেই। বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে নেতা কর্মীরা জড়িয়ে আছেন। ইউপি নির্বাচন গেলো। সামনে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ডামাডোল চলছে। এই পরিপেক্ষিত সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যাস্ত। একটা সময় আসলে হয়তো কমিটি হয়ে যাবে। জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যখন নির্ধারণ হয়ে গেছে, তখন বাকী পদগুলোও তাড়াতাড়ি পুরুণ হবে বলে আমার মনে হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর জেলা কমিটির সাংগাঠনিক অবস্থান কি? বর্তমানে যারা নেতৃত্বে রয়েছেন দল গোছাতে কতটুকু সক্ষম?
জয়নাল আবেদীন: এখন তো কোনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। সভাপতি ও সম্পাদক বাদে আর কারো কোনো পদ নেই পদবী নেই। সাংগাঠনিক কার্মকান্ড এখন থাকার কথা না। এখন সাংগাঠনিক কর্মকান্ড যেটুকুই আছে সেটুকুই সভাপতি ও সম্পাদকের দায়ীত্ব।
মেহেরপুর প্রতিদিন: সার, ডিজেলসহ জালানি ও ভোজ্য তেল এবং দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে কি? জয়নাল আবেদীন: এতে নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বেনা। কারন, ইতোমধ্যে ডিজেলের দাম লিটারে ৫ টাকা কমিয়েছে। নির্বাচনের আগেই সবকিছু সহনশীল পর্যায়ে আসবে। প্রধানমন্ত্রী এদিক দিয়ে খুব শতর্ক। সাধারণ মানুষের যেটা ভাল হবে কল্যাণ হবে, সেই পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম একটা সময়ে কমে যাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় দিন দিন বেকারত্ব বাড়ছে। একজন মন্ত্রী রয়েছেন। বেকারত্ব দূরিকরণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছেনা। এব্যাপারে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা:
জয়নাল আবেদীন : আমি এমপি থাকা অবস্থায় ৮৯২ জনকে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে চাকুরী পাইয়ে দিয়েছি। পরিকল্পনা ছিলো জেলায় ইপিজেড বানাবো, সেটিও অনুমোদন হয়ে পড়ে আছে। এখানে ইপিজেডটি স্থাপন করা গেলে সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে মাত্র ৫ শতাংশ সুদে টাকা দেওয়া যেতো। দেশী বিদেশী অনেক শিল্পকলকারখানা স্থাপিত হতো। জেলায় ২০ থেকে ৫০ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হতো। এটা বাস্তবায়িত হোক এটা আমি চাই। আমি মেহেরপুরের সংসদ সদস্য নির্বাাচিত হলে, মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুরকে আগামী দিনে বেকারমুক্ত করে গড়ে তুলবো। বিশেষ করে অর্ধেক নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মেহেরপুরের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। মুজিবনগর বাসিও এখন সেই প্রত্যাশায় আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দ্বাদশ নির্বাচনে আপনী প্রার্থী হতে ইচ্ছুক? জয়নাল আবেদীন: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জেলার সাধারণ মানুষ চাইলে অবশ্যই আমি সামনের নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক। আমাকে দল মনোনয়ন দিলে আমার চিন্তা চেতনা দিয়ে মেহেরপুরকে এগিয়ে নেবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে আপনী কতটুকু আশাবাদী?
জয়নাল আবেদীন: দলীয় মনোনয়ন পেতে কতটুকু এগিয়ে আছি সেটা আমার জানা নেই। এটা এখনো অনেক দেরী আছে। দলের ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার জরিপ আছে। সেই জরিপ কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি জানিনা। তবে আগামীতে আমি দলের মনোনয়ন পেতে চেষ্টা করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় আপনী দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন বলে অনেক অভিযোগ ছিল। এটা আপনী কিভাবে দেখেছেন?
জয়নাল আবেদীন: আমি ২০০৪ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ২০০৬ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রথম মনোনয়ন পেয়েছি। ১/১১ এর মইন-ফকরুদ্দীনের সরকার থাকলো। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর আমি দলের প্রার্থী মনোনীত হলাম। আমি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলাম। নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই আমি চেষ্টা করেছি দলের সমস্ত নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করতে। দু/একজন নেতা বা

কর্মীর মনো কষ্ট থাকলেও সেটি ছিল অন্য ব্যাপার। দলের শতকরা ৯৯ ভাগ নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেই আমি জেলা আওয়ামী লীগের দায়ীত্ব ও সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলার উন্নয়নে কি কি ক্ষেত্রে আপনার ব্যার্থতা ছিলো বলে মনে করেন?
জয়নাল আবেদীন: আমার ব্যার্থতা খুজে পাইনি। আমি হয়তো সব নেতা কর্মীর আস্থাভাজন হতে পারিনি। আমি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আমি চেষ্টা করেছি আমার কর্মকান্ডগুলো পরিচালনা করার। তবে একজন এমপির জন্য পাঁচ বছর একটা বড় সময় না। আমি আবারো দ্বিতীয় মেয়াদে এমপি নির্বাচিত হতে পারলে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, চিন্তা চেতনা ছিল সেগুলো আমি বাস্তবায়িত করতে পারতাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনাগুলো কি কি ছিল?
জয়নাল আবেদীন: আমি মুজিবনগর স্থলবন্দর করার জন্য এমপি হয়ে তেহট্ট, কৃষ্ণনগর ও কলকাতায় গেছি। মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়কের জিরো পয়েন্টে দুই বাংলার মিলন মেলা করেছি। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ডিসি এসপি এমপি এদের এনেছি। এদেশের ডিসি এসপি থেকে শুরু আমরা সবাই থেকে সেই ২১ ফেব্রুয়ারীতে মিলন মেলা করেছিলাম। সেটার মধ্য দিয়ে মুজিবনগর স্থলবন্দর ও চেক পোষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। সেব্যাপারে আমি অনেকদুর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু সেই স্থলবন্দরটা কেনো আজ পর্যন্ত হলোনা। আজকে মেহেরপুরের ইপিজেড করার সব প্রক্রিয়া শেষ করেছিলাম। কিন্তু সেটিও আলোর মুখ দেখতে পেলোনা। মেহেরপুরের রেল লাইন এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখতে পেলোনা। আমার দাবি ছিল জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। চিৎলা অথবা বারাদীতে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যেখানে নতুন করে জমি লাগতো না। এজেলার মানুষ ৯৯ ভাগ কৃষক তারা কৃষির সাথে জড়িত। আমি আপার সাথে আলোচনা করেছিলাম।
সেই সময় আপা আমাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় না করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি ১০০ শয্যার হাসপাতালকে আড়াইশ বেডের হাসপাতালে উন্নিত করেছিলাম। হাসপাতালে মিটিং করে নাম দিয়েছিলাম মুজিবনগর জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ।
আমার উদ্যেশ্য ছিল, এটা মেডিকেল কলেজ করার। এই জেলার গরীব মানুষের ছেলে মেয়েরা সরকারি মেডিকেল কলেজে লেখাপড়া করে ডাক্তার হতে পারতো। আমি নার্সিং ইন্সটিটিউটের জন্য হাসপাতালের দক্ষিণ

উম্মেচিত হয়েছিল সেটা এখন থমকে আছে?
জয়নাল আবেদীন: আমার সময় হাইস্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাতে সুরম্য বিল্ডিং হয়েছে। ৩৬ টি কলেজ মাদ্রাসা ও স্কুল এমপিওভূক্ত করেছি। ১০/১৫ বছর পর তাদের বেতন করে দিয়েছি। তারা আজকে সরকারের শতভাগ বেতন ভাতা পান। মেহেরপুর পৌর কলেজ, মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজের যে সুরম্য ভবন দেখা যায় সব তার আমলে তৈরী হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী এবং ফরহাদ হোসেন দুজনেই জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেছেন দুজনের মধ্যে বেশী সফল কে?
জয়নাল আবেদীন: আমি তার সফলতা নিয়ে কথা বলবোনা। কার সফলতা কতটুকু সেটা জেলার মানুষ বিচার করবে। সেটা আমার মুখে শোভা পাবেনা। আমি কারোর সাথে কন্ট্রাডিকশন করতে চাইনা।
মেহেরপুর প্রতদিন: আপনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য থাকার পরেও আপনাকে মনোনয়ন দেইনি কেনো ? আপনার ব্যর্থতা কি ছিল ?
জয়নাল আবেদীন: আমাকে মনোনয়ন না দেওয়ার কারন আমি জানি। উনি ছিলেন সৈয়দ আশরাফের চাচাত ভগ্নিপতি। ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারীর নির্বাচনের সময় সৈয়দ আশরাফ ছিলেন পার্টির সেক্রেটারী ও এলজিআরডি মন্ত্রী। এ কারনেই আমার মনোনয়নটা ওই সময় কেটে যায়। আমার কোনো ব্যার্থতা ছিলনা। আমার ব্যার্থতা আছে কিনা আপাকে (শেখ হাসিনা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপা বলেছিলেন তোমার কোনো ব্যার্থতা নেই।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাকে কি কারনে মনোনয়ন দিতে পারেন বলে মনে করেন?
জয়নাল আবেদীন: আমি ছিলাম ২০০৮ সালের সকল দলের অংশ গ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে একজন নির্বাচিত এমপি। এই সিটে ৯৬ সালে জোহুরা তাজউদ্দীন এসে হেরেছে। সেখানে আহমেদ আলী এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল মান্নান হেরেছে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের কাছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমি ধানের শীষের সেই প্রাথীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে ৪৯ হাজার ৮৬২ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। আমি ছিলাম এই আসনের একজন জনপ্রিয় এমপি। আগামী দিনে সব দলের অংশগ্রহণ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলেও এই সিটে আমার কোনো বিকল্প থাকবেনা। ফেয়ার ইলেকশন দিলে এই আসনের যাকে তাকে মনোনয়ন দিলে বৈতরনি পার হবেনা। স্ট্যাটিস্টিকস দেখতে হবে। আমার জন্ম মুজিবনগর উপজেলাতে।

আমি ওখানে ছিলাম জীবনের ৩৩ বছর। আমি ৭৩ সালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলাম। আমি ২০০৮ সালের নির্বাচনে এমপি হয়েছি। নির্বাচনে মুজিবনগর উপজেলার মানুষ আমাকে ৬২.২৩ শতাংশ ভোট দেন। তারা বলেছেন জয়নাল আমাদের ছেলে এই বলে উজাড় করে ভোট দেন। আর আমি সদর উপজেলায় ভোট পেয়েছি ৫২.৩৪ শতাংশ ভোট। আমি ৫৩ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের রাজনীতি করছি। গাংনীর কাজীপুর থেকে মুজিবনগরের জয়পুর পর্যন্ত গোটা জেলায় প্রতিটি গ্রামে আমার দুই থেকে তিনবার পা পড়েছে। মানুষ চিন্তা করেছে আমাকে ভোট দিলে জেলার উন্নয়ন হবে। সেই আস্থা রেখেই আমাকে ভোট দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস আমাকে একজন ভাল প্রার্থী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলে ভৌগলিক দিক বিবেচনা করে বিপুল ভোটে মানুষ আবারো নির্বাচিত করবেন। ভৌগলিক বিবেচনা করে প্রধান মন্ত্রী আমাকে আবারো মনোনয়ন দিলে, আমি নির্বাচিত হয়ে সিটটা তাকে উপহার দেবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন দিলে দলের সব নেতা কর্মীকে এক সাথে নিয়ে নির্বচানে জয়ী হতে পারবেন কি:
জয়নাল আবেদীন: আমাকে মনোনয়ন দিলে সব নেতা কর্মী এক ছায়াতলে আসবেন। একজন নেতা কর্মীও দলের বাইরে যাবেনা। সেটা একমাত্র সম্ভব আমার মাধ্যমে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: এবার মনোনয়ন পেলে জেলাবাসির জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে?
জয়নাল আবেদীন: মুজিবনগরকে সামনে রেখে জেলাবাসির অর্থসামাজিক উন্নয়ন করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: মুজিবনগরের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অংশ। জেলার উন্নয়নে প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা কতটুকু আছে বলে মনে করেন ?
জয়নাল আবেদীন: এই জেলাতে কি কি উন্নয়ন হয়েছে। সেটা প্রতিমন্ত্রীর কাছে চাওয়াই বেটার হবে। উনি (প্রতিমন্ত্রী) ৯ বছর এমপি ও মন্ত্রী হিসেবে দায়ীত্ব পালন করছেন। জেলার উন্নয়ন কি হয়েছে আর কি হয়নি। সেটা আমার চেয়ে বেশী তিনি জানেন। তিনিই বলুক কি কি উন্নয়ন হয়েছে।
মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেন কেনো? এখানে দলীয় চাপ দলীয় ছিল কি ?
জয়নাল আবেদীন : জেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়ানোর ক্ষেত্রে দলীয় কোনো চাপ ছিলনা। আমি জীবন সায়াহেৃ এসে চিন্তা করেছি, আমি ১৯৬৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির

সাথে জড়িত। আমার জীবনে রাজনীতি করতে গিয়ে বিদ্রোহী স্বতন্ত্র বা কোনো কালিমা নেই। আমি ভোট করলে হয়তো জিততে পারতাম। কিন্তু আমাকে বলা হতো জয়নাল চেয়ারম্যান বা বিদ্রোহী চেয়ারম্যান। আমাকে এখন মানুষ বলে সাবেক এমপি। তখন সেটা ঘুচে যেতো। বলতো জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। আমাকে বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী বলে আখ্যায়িত করতো। আমি দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সততা, যোগ্যতা আদর্শ এবং জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে দলকে ঢেলে সাজানোর যে পরিকল্পনা সভাপতি শেখ হাসিনা নিয়েছেন, জেলা কমিটি গঠণে সেই পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে করেন আপনী ?
জয়নাল আবেদীন : এখনো তো জেলা কমিটিই হয়নি। শুধুমাত্র সভাপতি ও সম্পাদকের পদটি ডিক্লারড হয়েছে। এখন সভাপতি ও সম্পাদক যারা হয়েছে তাদের দায়ীত্ব এটাকে সুন্দর করে ত্যাগী নেতা কর্মীদের নিয়ে ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে সবার গ্রহণযোগ্য কমিটি উপহার দেবেন। সেটা কতটুকু তারা কিভাবে করবেন তারা ভাববেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা আওয়ামীলীগের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠণ নিয়ে বলেছেন ইউপি নির্বাচন এবং সামনের জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে জেলা কমিটি গঠণ লেন্দি হচ্ছে। কিন্তু সামনে তো আবার জাতীয় নির্বাচন চলে আসছে। সেক্ষেত্রে কমিটির ভবিষ্যৎটা কি?
জয়নাল আবেদীন: কমিটি হতে হবে এক বা দু মাসের মধ্যে। আমি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই উপজেলা, পৌর কমিটির সভাপতি ও জেলার প্রবীণ সব নেতাদের ঢাকার পির ইয়ামিনে নিয়ে গেছি। সেখানে বসে সবাইকে সাথে নিয়ে পুর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দিয়েছি। তখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেনি কমিটি নিয়ে। কেনো যে পারছেন না বা দেরি করছেন আমার মাথায় আসছেনা। এটা এখন জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সেটা করবে। যদি একা না পারে সেক্ষেত্রে প্রবীণ ও সিনিয়র নেতাদের সাহায্যও নিয়ে গঠণ করতে পারে। ২০১৫ সালে তারা কমিটি গঠণ করেছিলেন। সেখানে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমি বলবো কমিটি গঠণ করার ক্ষেত্রে সেনসেসনটা ব্রড হওয়া উচিৎ। দলতো কেউ একা করতে পারেনা। সবাইকে নিয়েই একটা দলের শক্ত অবস্থান তৈরী হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর প্রতিদিনকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
জয়নাল আবেদীন : মেহেরপুর প্রতিদিনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে জেলাবাসির মঙ্গল কামনা করছি।

[redacted]

[redacted]